



143261 - নফল নামায কথিবা ফরয নামায পড়ার জন্য কিতাওয়াফ কর্তন করা যায়?

প্রশ্ন

হজির বা হাতীমেরে বাইরে দিয়ে তাওয়াফের সাথে হাতীমেরে ভেতরে নামায পড়া কী: উল্লেখ্য, হাতীমেরে প্রবশে করা হবো অপর পার্শ্ব থেকে যটো কাবার অভ্যন্তর হিসেবে গণ্য নয়। এভাবে নামায পড়লে কিতাওয়াফ কর্ততি হবো? এবং এভাবে নামায পড়া কি জায়যে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

হজির কাবা শরীফেরে একটা অংশ। এর ভেতরে দিয়ে তাওয়াফ করা সহহি নয়। কেননা তাওয়াফকারী গটো বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করার আদষ্টি; অর্থাৎ বায়তুল্লাহর বাহিরে দিয়ে। এ বিষয়ে 46597 নং প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করা হয়েছে।

সহহি মতানুযায়ী, তাওয়াফেরে জন্য পরম্পরা থাকা শর্ত। এটা মালকৌ ও হাম্বলি মাযহাবেরে অভিমত। কত্রিচ্চি সময়েরে বরিতা ক্শমাযোগ্য। তবে, ফরয নামাযেরে ইকামত হলে কথিবা জানাযার নামায শুরু হলে নামাযে যোগ দবি। এরপর বাকী তাওয়াফ শেষে করবো। জানাযার নামাযেরে জন্য তাওয়াফ কর্তন করার ক্শতেরে কোন কোন ফকিহবদি আলমে দ্বিমিত করছেন। আর কছু কছু আলমে বতিরি কথিবা তারাবীর মত নফল নামায শুরু হলে, কথিবা ফজরেরে সুন্নত নামাযেরে মত কোন সুন্নত মুয়াক্কাদা ছুটে যাওয়ার ভয় হলে এবং তাওয়াফটিনফল তাওয়াফ হলে তাওয়াফ কর্তন করাকো জায়যে বলছেন। আর ফরয তাওয়াফ কেবেল ফরয নামায ও জানাযার নামায ছাড়া অন্য কোন কারণে কর্তন করা যাবে না।

আল-হাত্তাব (রহঃ) বলেন: "ফরয তাওয়াফ ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন কারণে কর্তন করা যাবে না। যদি কটে ওয়াজবি তাওয়াফ পালনেরে থাকনে এবং ফজরেরে নামায শুরু হওয়ার উপক্রম হয় এবং ফজরেরে দুই রাকাত সুন্নত নামায ছুটে যাওয়ার ভয় হয় তদুপরিসে ব্য়ক্তি তাওয়াফ কর্তন করবনে না। হ্যাঁ, আশহাবেরে শ্রুতলিপিতি কছুটা শখিলিতার কথা আছে যো, নফল তাওয়াফ হলে এবং ফজরেরে দুই রাকাত সুন্নত নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা করলে সে ব্য়ক্তি ফজরেরে নামায পড়ে নবিনে; এরপর অবশষ্টি তাওয়াফ শেষে করবনে।"[মাওয়াহবিুল জাললি (৩/৭৭) থেকে সমাপ্ত]

আর যারা তাওয়াফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য পরম্পরার শর্ত করনেনি-যমেন শাফয়েি মাযহাবেরে আলমেগণ- তারাও কোন ওজর ছাড়া তাওয়াফ কর্তন করাকো মাকরুহ বলছেন; যহেতে পরম্পরার শর্ত করার ব্যাপারে আলমেদেরে মতভদে রয়েছে।



'ক্বালযুবী ও উমাইরা' রচতি হাশিয়া (পারশ্বটীকা) তে রয়েছে: "তাওয়াফকালে পানাহার করা, থুথু ফলো, আঙুল ফুটানো, আঙুলেরে ভেতের আঙুল ঢুকানো, দুই হাত পছনে নিয়ে পঠি মোড়া দেওয়া, পায়খানা-পশোব আটকে রাখা... ফরযে কফিয়া নামায, নফল নামায, তলোওয়াতরে সজেদা কথিবা কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সজেদার জন্য তাওয়াফ কর্তন করা মাকরূহ। এ বধিান প্রযোজ্য হবে যদি কোনে ওজর না থাকে।"[সমাপ্ত] [আরও দেখুন: "আল-মাজমু (৮/৬৫), আল-মুগনী (৩/১৯৭), মাতালবি উলনি নুহা (২/৩৯৯)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: মাসয়ালা: যদি তাওয়াফকালে ফরয নামাযের ইকামত হয়? আমরা বলব: এক্ষেত্রে আলমেগণ মতভদে করছেন: যদি নফল তাওয়াফ হয় তাহলে তাওয়াফ কর্তন করে নামাযে দাঁড়িয়ে যাবে। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যখন নামাযের ইকামত হবে তখন ফরয নামায ছাড়া আর কোনে নামায নহে"। যহেতে এ তাওয়াফেরে সর্বোচ্চ মর্যাদা হচ্ছ- এটি নফলেরে অধিকৃত। সুতরাং ফরয নামাযের ইকামত হলে তাওয়াফ কর্তন করে ফরয নামায পড়বে, এরপর বাকী তাওয়াফ শেষে করবে। আর যদি ফরয তাওয়াফ হয় তাহলে তাওয়াফ চলিয়ে যাবে; এমনকি তার ফরয নামায যদি ছুটে যায় তবুও।

অপর একদল আলমে বলেন: তাওয়াফে পরম্পরা শরত নয়। তাওয়াফ কর্তন করা এবং তাওয়াফেরে চক্করগুলোর মাঝে পরম্পরা কর্তন করা জায়যে; এতে কোনে অসুবিধা নহে।

কিন্তু, আমাদের জনে রাখা উচতি একটা ইবাদতেরে অংশগুলোর মধ্যে পরম্পরা থাকা ওয়াজবি; যনে এটি একটা ইবাদত হয়; যদি অংশগুলোর মাঝে বচ্ছদে থাকার পক্ষ্যে দলিলি থাকে সটো আলাদা কথা। এ ধরণেরে ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য অভিমিত হল: ফরয নামাযের ইকামত হলে নামাযের শেষে অবশিষ্ট তাওয়াফ সম্পাদন করার নিয়তে তাওয়াফ কর্তন করবে।

যদি তাওয়াফ কর্তন করে: আমরা ধরে নহি য,ে, হজির (হাতীম) অতক্রমকালে তাওয়াফ কর্তন করল। নামায শেষে হওয়ার পর যে স্থানে তাওয়াফ স্থাগতি করছিলি সে স্থান থেকে তাওয়াফ শুরু করবে; নাকি নতুনভাবে তাওয়াফ শুরু করবে?

এ ব্যাপারে আলমেগণ মতভদে করছেন। মাযহাবেরে মশহুর মতানুযায়ী: চক্করটি নতুনভাবে শুরু করতে হবে। অগ্রগণ্য অভিমিত হল: এটি শরত নয়। তিনি যখনে স্থাগতি করছেন সখন থেকে শুরু করতে পারবেন। কেননা স্থাগতি করার আগরে অংশ আদায় হয়ে গেছে। যটো আদায় হয়ে গেছে সটোর পুনরাবৃত্তি করা ওয়াজবি নয়। কেননা আমরা যদি পুনরাবৃত্তিকি ওয়াজবি বলি তাহলে আমরা একটা ইবাদত দুইবার পালন করা ওয়াজবি করে দলিাম। এমন কোনে নজরি নাই।

মাসয়ালা: জানাযার নামাযেরে জন্য তাওয়াফ কর্তন করা?

আপাতঃ অভিমিত হচ্ছ: হ্যাঁ। কেননা জানাযার নামায সংক্ষপ্তিত। তাই বরিতরি সময় বশো নিয় বধিায় এটি ক্ষমারূহ।[আল-শারহুল মুমতী (৭/২৭৬) থেকে সমাপ্ত]



সংক্ষিপ্ত বরিতরি ব্যাপারে সালাফ থেকে যা এসছে: জামলি বনি যায়দে থেকে বর্ণতি তিনি বলেন: আমি ইবনে উমর (রাঃ) কে দেখেছি এক গরমের দিন তিনি তিনি তাওয়াফ (তিনি চক্কর) করলেন; এরপর গরমে আক্রান্ত হয়ে হজিরে প্রবশে করে বসলেন। এরপর আগে যতটুকু তাওয়াফ করছেন তারপর থেকে বাকী তাওয়াফ শেষে করলেন। আতা (রহঃ) থেকে বর্ণতি আছে: তাওয়াফের মাঝে বশ্রাম নয়ের জন্য বসতে কোন অসুবিধা নাই। [দখুন: মুসান্নফি ইবনে আবিশায়বা (৪/৪৫৪), ইবনে হাযম রচিত "আল-মুহাল্লা" (৫/২১৯)]

সারকথা:

তাওয়াফের মধ্যে পরম্পরা আবশ্যিক। ফরয নামায কথিবা জানাযার নামায না হলে নামাযের জন্য তাওয়াফ কর্তন করবনে না। যদি নফল তাওয়াফ হয় আর তাওয়াফকারী বতিরিরে নামায ছুটে যাওয়ার আশংকা করনে তাহলে এক রাকাত বতিরিরে জন্য তাওয়াফ কর্তন করার শথিলিতা আছে। যহেতে এটা সামান্য বিষয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।